No. of Printed Pages : 14

MTT-002

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

Term-End Examination

June, 2023

बांग्ला-हिंदी अनुवाद कार्यक्रम में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र

MTT–002 : BANGLA-HINDI TRANSLATION : COMPARISON AND RE-FRAMING

बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

नोट : *सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग **300** शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए : 2×10=20

(क) बांग्ला और हिन्दी के बीच अनुवाद की परम्परा पर प्रकाश डालिए।

P. T. O.

(ख) बांग्ला भाषा की 'साधु' और 'चलित' रूप सम्बन्धी विशेषताएँ समझाइए।

(ग) बांग्ला और हिन्दी की सामाजिक-सांस्कृतिक शब्दावली की सोदाहरण चर्चा कीजिए। साथ ही ऐसे शब्दों के बारे में भी बताइए जिनमें अर्थगत असमानताएँ देखी जाती हैं।

(घ) बांग्ला और हिन्दी में व्याकरणिक शब्दभेद का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

প্রাপ্তিস্বীকার, আচার্য, উনুন, যাইহোক, ঘোমটা,

রান্নাবান্না, চাষবাস, তাড়াতাড়ি, মশলা, কামাই

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

(क) रासतंत्र

(ख) उचित

(ग) सहपात्री

(घ) आरक्षित

(ङ) सही

(च) राष्ट्रीय

(छ) भला-बुरा

(ज) आगे-पीछे

(झ) तैयारी

(ञ) लगभग

4. निम्नलिखित हिन्दी मुहावरों-लोकोक्तियों में से किन्हीं **पाँच** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 15

(क) घर का भेदी लंका ढाए

(ख) अकल का अंधा

(ग) आँख में धूल झोंकना

(घ) रास्ते का काँटा

(ङ) ईद का चाँद होना

(च) छोटा मुँह बड़ी बात

(छ) जान हथेली पर रखना

(ज) छाती फटना

(झ) नाम डुबाना

5. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** अनुच्छेदों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : $3 \times 15 = 45$

(a) দুটো গাড়ি যখন চা-বাগানে পৌঁছল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। জায়গাটা পাহাড়ি। চা-বাগানের লাগোয়া জায়গায় বাড়িঘর কম। যা আছে সেগুলো বাংলো টাইপের। অনেকটা জমি নিয়ে তার বাউন্ডারির ভিতর বাংলো। চারপাশ খুব শান্ত।

কুদ্দুসসাহেব খবর পেয়ে ছুটে এলেন, 'আসেন আসেন সোনাভাই। একেবারে সদলবলে?'

'একটু অসুবিধায় ফেললাম আপনাকে'। সোনাচাচা বললেন।

'আরে ছাড়েন। ইটা আপনাদের ঢাকা শহর না, এখানে দশ বিশজন মানুষে কোনও প্রব্লেম হয়না। কিন্তু কি ব্যাপার কন তো?' কুদ্দুসভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর কৌতুহল মেটাতে সোনাচাচা বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। সোফায় বসে বললেন, 'আপনাকে একটা ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম -।'

হাত তুললেন কুদ্দুস সাহেব, 'পাইছি। এক্কেবারে নাকের সামনে।'

'তার মানে?'

'ওটা একটা সিঙ্গাপুরি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন নম্বর।'

'সিঙ্গাপুরি?'

'হ৷ গেটের উপর লেখা আছে তাই৷ কিন্তু অনেকদিন কোনও সিঙ্গাপুরিকে ওখননে কেউ দেখে নাই৷ লোকজন অবশ্য থাকে কিন্তু তারা কারও সঙ্গে মেশে না৷ডিস্টার্ব করে না তাই আমরাও কোনও কৌতুহল দেখাই না৷'

'কতজন লোক থাকে?'

'তা তো জানি না মিঞা৷ তবে এক মহিলা আছেন, মনে হয় বার্মিজ বা সিঙ্গাপুরিয়ান, ড্রাইভার নিয়ে মাঝে মাঝে বাজারে যান৷'

'কেউ ওদের কাছে আসে না?'

'খবর রাখি না৷'

'বাড়িটা কোথায়?'

'হাফ এ মাইল ফ্রম দিস গার্ডেন৷ ডান দিকের রাস্তায়৷ কিন্তু কি ব্যাপার? ওদের খোঁজ করো ক্যান?' কুদ্দুস সাহেব উৎসাহিত৷

সোনাচাচা তখন তাঁকে সব কথা খুলে বললেন৷ শুনে চোখ বড় হয়ে গেল কুদ্দুস সাহেবের, 'মুশকিল হইয়া গেল৷'

(b) নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মায়ানমারে মহিলা ও শিশু মিলিয়ে মোট ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আজ জানাল রাষ্ট্রপুঞ্জ। সংস্থাটি জানিয়েছে, রবিবার এক দিনেই দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫০ জন বিক্ষোভকারীর।

সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে গত মাসে গণতন্ত্রকামীদের বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে যা সর্বাধিক। রাষ্ট্রপুঞ্জ-এ ও জানিয়েছে, মায়ানমারে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপরে হিংসার ঘটনা গত কয়েক সপ্তাহে অত্যন্ত বেড়েছে। সোমবারও দেশে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। একটি মানবাধিকার সংগঠন জানিয়েছে, সোমবার মৃতদের অধিকাংশ বিক্ষোভকারী হলেও, এমন অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁরা বিক্ষোভে অংশ নেননি। গত কাল ইয়াঙ্গনে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে বাড়ির ভিতরে থাকাকালীন মৃত্যু হয়েছে দুই মহিলার।

এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে খাদ্য ও জ্বালানীর দাম বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। তারা জানিয়েছে, দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের দাম মাত্রাছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে, কোনও কোনও জায়গায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। সাধারণ মানুষের প্রধান খাবার ভাত বা চালের দাম বিভিন্ন বাজারে ৩ শতাংশ বেড়েছে।

এ দিকে, গত মাসে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে ৩৮৩ জন

মিজোরামে ঢুকে পড়েছে বলে দাবি সরকারের। অনুপ্রবেশকারীদের ৯৮ শতাংশই দাবি করেছেন, তাঁরা হয় পুলিশ, না হয় দমকলবাহিনীর সদস্য। তবে এর সমর্থনে কোনও তথ্যপ্রমাণ দেখতে পারেননি। মূলত সীমান্ত সংলগ্ন ৬টি গ্রামে অনুপ্রবেশের মাত্রা বেড়েছে। রাজ্য সরকার ও অসম রাইফেলস অনুপ্রবেশ রোখার সব রকম চেষ্টা করলেও যাঁরা ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের মানবিক কারণে ফিরিয়ে দিতে পারছে না সরকার।

(c) দক্ষিণ ভারতে যেরূপ বীর শৈববাদ আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে, উত্তর ভারতে তেমনি বৈষ্ণববাদ, নাথপন্থ প্রভৃতি ভক্তিবাদ আঞ্চলিক ভাষার পুষ্টি সাধনে ও বিকাশে সহায়তা করেছে। মায়াধর মানসিংহের মতে আধুনিক উড়িয়া সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রয়েছে নাথাচার্যদের অবদান।

শ্রীচৈতন্য, গোরক্ষনাথ, কবীর ও তুলসীদাসের নেতৃত্বে ভক্তিবাদের যে জোয়ার সমগ্র উত্তর ভারতকে উদ্বেলিত করে তোলে তারই প্রভাবে এতদঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন

দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণ কবিরাজ প্রভৃতি; অসমিয়াতে শঙ্কর দেব; রাজস্থানিতে মীরা বাঈ এবং আউধী ও হিন্দুস্থানী সাহিত্যে তুলসীদাস ও কবীরের আবির্ভাব সাহিত্য জগতে যুগান্তকারী ঘটনা। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ভারতের ধর্ম ও সাহিত্য এক নূতন আলোড়নের সঞ্চার ঘটে এবং অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলী, আউধী, ব্রজভাষা, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সমস্ত নব্য ইন্দো-আর্য ভাষাগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। এই আলোড়নের মূলে ছিল ভক্তিবাদ।

এছাড়া মহারাষ্ট্রে মহানুভব ও ভারাকারী পন্থ, পাঞ্জাবে শিখ ধর্ম, কাশ্মীরে শৈবতান্ত্রিক মতবাদ স্থানীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করে। এ ভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের প্রভাবে ভারতের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যসমূহ উৎকর্ষতা লাভ করে এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে।

(d) শ্বশুর-সম্বন্ধীয়েরা উৎকণ্ঠিত হইয়া কবিরাজ ডাকিলেন, দ্রবময়ীকে ঔষধ খাওয়ানো গেল না। ... অসুখ হইয়াছে 'কাতু'র, আর ঔষধ খাইবে দ্রবময়ী, এ আবার কি

উল্টোপাল্টা কথা। দ্রবময়ী প্রথমে হাসিল, পরে কাঁদো - কাঁদো হইয়া সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিল - কবরেজ মশাইকে বল না কাতুকে একটু ভালো ওষুধ দিতে - ছেলেটা আজ কতোদিন অসুখে প'ড়ে আছে - উপোস করে করে সারা হয়ে গেল যে!

বিব্রত নারাণ যখন নিজের মনঃকষ্ট ভুলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার উপায় ভাবিয়া ভাবিয়া হয়রাণ হইয়া যাইতেছে। .. অথচ অনেক গুরুজনদের মাঝখানে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তখন হঠাৎ একদিন দ্রবময়ী এমন একটা কান্ড করিয়া বসিল যেটা আশঙ্কার চাইতেও বেশী।

রাত্রে সকলে ঘুমানোর অবকাশে যে আলিশা - ভাঙা খোলা-ছাদে ছেলে খুঁজিতে যাইবে দ্রবময়ী সে কথা কোনদিন কেউ ভাবিয়া রাখে নাই। ...

আশ্চর্য্য! ছাদ হইতে বাগানে পড়িয়া গিয়াও মারা গেল না দ্রবময়ী? শুধু অজ্ঞান হইয়া গেল। শুধু সারাগায়ের কালসিটে দাগগুলো ফর্সা চামড়ার উপর মনে হইল বড় বেশী প্রখর, আর কপাল ফাটিয়া যাওয়ায় জমাট

রক্তের উপর এলোচুলগুলো পড়িয়া চাপড়া বাঁধিয়া থাকার জন্য মুখটা দেখাইল বীভৎস!

ক্ষত শুকাইতে মাসখানেক লাগিল। ... এবং কেন কে জানে সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে লাগিল দ্রবময়ী।

সে শীতকালের পর অনেক শীত অনেক বসন্ত গেল। কোন্ বিস্মৃতির তলায় তলাইয়া গেল কাতু। পর পর আরো দুইটি ছেলের পর মেয়ে জন্মাইয়াছে - 'শৈলি'।

শৈলবালা। - তিন ছেলের পর মেয়ে জন্মাইলে যে-নাম রাখা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সে মেয়েই বা সহিল কই ? চার বছর বয়সে - দ্রবময়ী যখন নিজের হাতের রুলি ভাঙিয়া সাধ করিয়া নূতন প্যাটার্ণের হার গড়াইয়া দিয়াছে মেয়েকে, আর রঙের মানান করিয়া কিনিয়া দিয়াছে লাল ডুরে শাড়ী - সেই সময় 'মায়ের অনুগ্রহে'র ভার সহিতে না পারিয়া মারা গেল মেয়েটা।

(e) ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তি হল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। এখানে বহু ভাষা ও সংস্কৃতি যেরূপ আছে তাদের মধ্যে মিলনের সূত্র ও ঐক্যের সুরও বিদ্যমান। সে জন্যই

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতকে একটি মহামিলনের ক্ষেত্র রূপে অভিহিত করেছেন। এই মিলনের মূলেও রয়েছে একটি সর্বভারতীয় ভাষা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন সময়ে একাধিক জাতির মিলন ঘটেছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহামিলন না ঘটে মহাধ্বংস সংঘটিত হয়েছে। একজাতি অপর জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করেই তুষ্ট থাকে নি, দুর্বল জাতিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস বা আত্মসাৎ করে ক্ষান্ত হয়েছে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটেছে ভারতে। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন জাতি অনুপ্রবেশ করে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তারা নিজ নিজ সীমা বা গন্ডী স্থাপন করে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করেছে। সর্বক্ষেত্রে যে তারা সমান অধিকারের ভিত্তিতে পরস্পর বসবাস করেছে তা নয় অনেক সময় দুর্বল জাতি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে নিজেদের নিম্নস্থান স্বীকার করে নিয়েছে।

ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজ নিজ গোষ্ঠীতে আবদ্ধ থাকলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ

স্থাপন করতে হত। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা থাকায় পারস্পরিক সংযোগ সাধনে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়; বিশেষ করে ভরত গোষ্ঠীর নেতৃত্বে উত্তর ও মধ্য ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একই শাসনাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা থাকায় শাসনকার্যে খুবই অসুবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষা ছাড়াও ইতিমধ্যে আর্যদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাষা গড়ে ওঠে।

6. निम्नलिखित में से किसी **एक** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(क) पश्चिमी घाट में सह्याद्रि की अत्यंत शांत एवं सुरम्य पर्वत शृंखलाओं में समुद्र तल से लगभग सवा छह सौ मीटर की ऊँचाई पर स्थित महाराष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल है लोनावला। यह एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो मुंबई-पूना मार्ग पर लगभग मध्य में स्थित है। पूना से मुंबई या मुंबई से पूना की यात्रा के दौरान वहाँ से गुजरना भी अपने आप में एक सुखद अनुभव है। और यदि इस यात्रा को किंचित विराम देना संभव हो सके तो अवश्य दीजिए क्योंकि कुछ घंटे का समय निकालकर आसपास का अवलोकन कर लिया जाए तो

सोने पर सुहागा होने वाली कहावत चरितार्थ होते देर नहीं लगती।

लोनावला के साथ ही स्थित है खंडाला। वस्तुतः ये दोनों जुड़वाँ स्थल हैं। लोनावला और खंडाला इन दोनों स्थानों की खोज का श्रेय जाता है मुंबई के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर सर एलफिंस्टन को। पहले यहाँ घना जंगल था। बाद में अंग्रेजों ने इसे खूबसूरत पर्वतीय सैरगाह के रूप में विकसित कर दिया। मुंबई में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी यहाँ की वादियों में छुट्टियाँ व्यतीत करने आते थे। अब तो मुंबई की भीड़-भाड़ और गर्मी तथा उमस से बचने के लिए मुंबई वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं लोनावला और खंडाला।

लोनावला और खंडाला में घूमते हुए कई जगहों पर एक बड़ा-सा बोर्ड लगा दिखलाई पड़ा। बोर्ड पर लिखे संदेश का आशय था कि मोम की बनी कलाकृतियों को देखने के लिए लंदन स्थित तुसाद संग्रहालय जाने की क्या जरूरत, जब उन्हें यहीं लोनावला में देखा जा सकता है ? हमारी उत्सुकता बढ़ी और हम जा पहुँचे मोम की बनी कलाकृतियों के इस संग्रहालय को देखने। संग्रहालय का नाम है — सेलेब्रिटी वेक्स म्यूजियम।

(ख) पिथौरा चित्रकला सिर्फ कला नहीं बल्कि एक अनुष्ठान की परंपरा है। भारतीय जनजातियाँ अपनी जीवन-शैली

और जो उनके समुदाय में मान्य पौराणिक कथाएँ, गीत, नृत्य, कहानियाँ, परंपरा, संस्कृति, इतिहास होता है उसमें अपनी आस्था को दर्शाते हुए उस पर आधारित चित्र उकेरती हैं। पिथौरा भित्ति चित्र भी भील जनजातियों की आस्था देवी का गहन रूप है। पिथौरा जो उनके लिए बड़ा देव है और जो संसार पर शासन करता है उसके जीवन से जुड़ी अपने घर की दीवालों पर बनाए जाने वाले चित्र किसी मनौती के पूर्ण होने पर, बुराई को दूर भगाने के लिए तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भील जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। बड़ौदा (गुजरात) जिले के छोटा उदेपुर क्षेत्र में भिलाला, राठवा और नायक जनजातियाँ रहती हैं। इसी क्षेत्र के जंगलों में है — किडि घोघा देव गाँव। यहाँ लकड़ी और बाँस से बने लंबे-चौड़े मकान होते हैं, जिन्हें गोबर से लीपकर बनाया जाता है। घर की किसी-किसी दीवाल पर चिड़िया, मुर्गा, विमान जैसे प्रतीक बने होते हैं। प्रत्येक गाँव के घर में तीन चित्र हमेशा ही बने हुए दिख जाते हैं। घर की दीवालों पर बने इन प्रतीकों पर आदिवासी बहुत गर्व करते हैं। इन चित्रों से ये जनजातियाँ गहरे और भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार 'पिथौरा' पर इसे घर की दीवालों पर बहुतायत में देखा जा सकता है।